দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

এইচএসসি পরীক্ষা শুরু

আজ সারা দেশে ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এ বছর চারটি শিক্ষা বোর্ডের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৮শ' ৪৮ জন। এর মধ্যে ছাত্র সংখ্যা প্রায় এক লাখ ৮০ হাজার এবং ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। তবে গত বছরের তুলনায় এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা শতকরা ২০ ভাগ কম বলে জানা গেছে।

অপর পক্ষে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। পরীক্ষা যাতে সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন হয় তা অভিভাবক মহলসহ দেশের প্রতিটি নাগরিকই প্রত্যাশা করে। বিশেষ করে পরীক্ষা কেন্দ্রে শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত হলে পরীক্ষার্থীরা সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা দিতে পারে না। ফলে দু'টি বছরের সাধনা ও প্রস্তুতি পরীক্ষা কেন্দ্রের অচলাবস্থায় পড়ে দারুণভাবে ব্যাহত হয়।

উল্লেখ্য, এইচএসসি পরীক্ষা শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনেই গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই পরীক্ষার মাধ্যমেই উচ্চ শিক্ষার্থীদের মান নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও নানাবিধ কারণে এইচএসসি পরীক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশী। এদিক থেকে বোর্ড কর্তৃপক্ষ পূর্ণ সচেতনতার সাথে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে অতীতের পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহের অপ্রীতিকর ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তজ্জন্য সতর্ক ও সাবধানী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই। এ সাথে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে; সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য পরীক্ষার্থীদের দায়িত্ব আরো বেশী। তারা পরীক্ষা দিতে এসে যদি নকলের আশ্রয় গ্রহণ করে তা হলে পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ নকলকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য।

অনেক ক্ষেত্রে এই নকল প্রবণতাকে কেন্দ্র করেই অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত হয়ে থাকে। পরীক্ষার্থীরা এই ন্যক্কারজনক ও ঘৃণ্য নকল প্রবণতা থেকে বিরত থাকবে, এটাই আজকের দিনে তাদের কাছে আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা। এ ব্যাপারে অভিভাবক মহলকেও নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসার জন্য আমরা আহবান জানাই।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে পাকশী কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল ঘোষণা করার প্রতিবাদে কলেজের ছাত্ররা গত বুধবার সন্ধ্যায় হার্ডিঞ্জ ব্রীজের কাছে রেল লাইন তুলে ফেলে। এ ঘটনায় পুলিশ হস্তক্ষেপ করলে ছাত্র-জনতা ও পুলিশের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, পাকশী পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ২৯১ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থীকে প্রবেশ পত্র দেওয়ার পর আকস্মিকভাবে উক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী ঘটনা ভিন্নখাতে মোড় নেয়।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে বলতে হচ্ছে যে, ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কারো নেই। পাকশী পরীক্ষা কেন্দ্র যদি বন্ধ ঘোষণা করাই হবে তা হলে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবেশ পত্র বিতরণ করা হল কেন? আর যদি উক্ত কেন্দ্রে নামে প্রবেশ পত্র বিতরণ করা হয়ে থাকে তা হলে অন্ততঃ পরীক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল। এদিকে ভাওয়াল-জামালপুর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রবেশ পত্র পায়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ নাকি ১ জুন থেকে পলাতক। এ অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা থেকে রয়েছে বঞ্চিত। এরপর পরীক্ষার্থীদের সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা আমাদের নেই। এদের ভাগ্যে কি হবে সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে দেশবাসী তা জানতে চায়।